First of many firsts
30
AB Bank
1982-2012

এবি ব্যাংক লিমিটেড-এর ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ক্রোড়পত্র

AB Bank
AB Bank Limited
BCIC Bhaban, 30-31 Dilkusha C/A, Dhaka-1000, Phone: +880-2-9560312, Fax: +880-2-9555098, E-mail: info@abbank.com.bd, Website: www.abbank.com.bd

এবি ব্যাংক : পথচলার ত্রিশ বছর

চীনদেশীয় একটি প্রবাদবাক্যে বলা হয়েছে, 'হাজার মাইলের পদযাত্রাও একটিমাত্র পদক্ষেপ দিয়েই শুরু হয়।' এই বাক্যের মর্মবাণীটি আমাদের জন্য বস্তুতই অনেক ভাবনার খোরাক এনে দেয়। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে এবি ব্যাংক যখন যাত্রা শুরু করেছিল, তখনও সে একটি মাত্র পদক্ষেপই অঙ্কিত করে দিয়েছিল। তারপর থেকে হাজার মাইলের দূরত্ব হয়তো আমরা অতিক্রম করতে পারিনি, কিন্তু দীর্ঘ পথের অনেকটাই যে আমরা পেরিয়ে এসেছি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সেদিনকার সেই ছোট্ট অঙ্কুর আজ দীর্ঘ শাখাপ্রশাখা মেলে মহীরুহে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের ব্যাংকিংজগতে এবি ব্যাংক আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। আমাদের অর্থনীতির অঙ্গনে নানামুখী তৎপরতায় এবি ব্যাংক নিজেকে এমনভাবে বিস্তৃত করে দিয়েছে যে, তার ত্রিশ বছর পূর্তির ঘটনাটি অসাধারণ তাৎপর্যমন্ডিত হয়ে উঠেছে।

১৯৮১ সালের ৩১ ডিসেম্বর। এই দিনটিতেই এবি ব্যাংক আরব বাংলাদেশ ব্যাংক নামে নিবন্ধিত হয়। পরের বছরের ১২ এপ্রিল কাওরানবাজার শাখায় প্রথম বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। গত শতকের আশির দশকে যখন বাংলাদেশের অর্থনীতি কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত হত তখন বাংলাদেশে ব্যক্তিমালিকানায় বাণিজ্যিক ব্যাংক স্থাপন ছিল অত্যন্ত দুঃসাহসিক একটি কাজ। স্বপ্নদ্রষ্টা জনাব মোর্শেদ খান ও তাঁর বন্ধু জনাব এএসএফ রহমান, জনাব আবুল খায়ের লিটু, মরহুম সিরাজউদ্দিন আহমেদের সাহসী ও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের প্রতিফলনই আজকের এই বিশাল এবি ব্যাংক। তখন বাংলাদেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলতে মূলত সরকারি প্রতিষ্ঠানকেই বোঝাত। কিছুসংখ্যক বিদেশি ব্যাংক খুব সীমিত পরিসরে কাজ করত, যাদের গ্রাহক ছিল বহুজাতিক ও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান। সেদিনের সেই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এদেশের ব্যাংকিং জগতের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল, একইসঙ্গে দেশের অর্থনীতির বিকাশের নবতর ধারার সৃষ্টি করেছিল। সেদিনের যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের পেছনে জনাব মঞ্জুর মোর্শেদ খান ও তাঁর বন্ধু, সহযোগীবৃন্দ এবং ব্যারিস্টার রফিকুল হক ও জনাব রেজাউর রহমান এফসিএ-র অবদান এই ব্যাংকের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

প্রথম বেসরকারি ব্যাংক হিসাবে যাত্রা শুরু করা এবি ব্যাংকের ত্রিশ বছরের পথ চলা মোটেও মসৃণ ছিল না। বিশেষ করে প্রথমভাগে। ওই সময় নানা বাধা আর বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হয়েছে অনেকটা একাকী। তখন যে এবিই ছিল একমাত্র বেসরকারি ব্যাংক। পথ চলায় প্রধান বাঁধা ছিল বিশ্বাস আর আস্থার সংকট। মানুষ তখনো সরকারি ব্যাংকে লেনদেন করে অভ্যস্ত। বেসরকারি ব্যাংকে আমানত রাখতে অনেকেই ভয় পেতেন। হয়তো ভাবতেন, কোন কারণে ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেলে তাদের টাকা ফেরত পাওয়া যাবে না। আস্থার সংকট শুধু গ্রাহক পর্যায়ে ছিল না। আর এ কারণে এবি ব্যাংক স্থাপনের এক দশকের মধ্যেই কিছু উদ্যোক্তা শেয়ারহোল্ডার নিজেদের বিনিয়োগ প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। ত্রিশ বছরের ইতিহাসে এসবই নানা অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। তবে ব্যাংকের বাকী উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, নিষ্ঠা, আর আন্তরিক চেষ্টায় সব চ্যালেঞ্জে জয়ী হয়ে সংশওকের মত এগিয়ে গেছে এবি ব্যাংক। সেবা দিয়ে, ব্যবসায়িক সাফল্য দিয়ে জয় করেছে গ্রাহক ও শেয়ারহোল্ডারদের মন।

কঠিন পথপরিক্রমা আর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মোরশেদ খান পরিবারের আস্থা, সমর্থন ও দিকনির্দেশনা ছিল অন্যতম চালিকা শক্তি। জনাব মোর্শেদ খান ও তাঁর পরিবার ব্যাংকের এই ত্রিশ বছরের ইতিহাসে কোনদিনই আস্থাহীনতা বা অনিশ্চয়তায় ভোগেননি। সুদীর্ঘ পথ চলায় এলিট গ্রুপ সব সময় অকুণ্ঠ সমর্থন জুগিয়েছে। এবি ব্যাংকের বিশেষ ক্রান্তিলগ্নে এবি ব্যাংকের ভিসগরি চেয়ারম্যান জনাব ফয়সাল মোর্শেদ খানের সুযোগ্য নেতৃত্বের ঋণ এবি ব্যাংক পরিবার চিরদিন মনে রাখবে।

ত্রিশ বছরের পথচলায় সাফল্যের সঙ্গে আমরা প্রবৃদ্ধির বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে এসেছি। ১৯৮২ থেকে ১৯৯২ সাল-এই দশ বছর ছিল আমাদের জন্য প্রস্তুতি ও উন্নয়নের ধাপ। পরবর্তী ১০ বছরকে আখ্যা দেওয়া যায় স্থিতিশীলতার পর্ব। ২০০৩ থেকে এখন পর্যন্ত চলছে পুনর্গঠন ও প্রবৃদ্ধির ধাপ।

বেসরকারি খাতে প্রথম ব্যাংক বলেই হয়তো সব কিছুতে প্রথম হওয়ার স্বপ্ন আমাদের ভালভাবেই পেয়ে বসেছিল। দীর্ঘ পথচলায় তাই নানা খাতে প্রথম হওয়ার চেষ্টা চলেছে নিরন্তর। আর ফলও মিলেছে বিপুল। সোনার ফসলে ভরে ওঠেছে তরী। মুকুটে লেগেছে সাফল্যের বর্ণিল পালক।

বছর পূর্তি উদ্‌যাপনে এবি একটি নতুন নিমোনিক, যা তার Generation Bonding Logo সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। এই নিমোনিকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে First of many first অর্থাৎ তাই এদেশে প্রথম নানা উদ্যোগে প্রথম নেতৃত্ব দেয়। যেমন: গুলশান ক্লাবে প্রথম এটিএম মেশিন স্থাপন করা। অনলাইন ব্যাংকিং চালু করার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সনে এবি ব্যাংকই প্রথম Kapiti Software ব্যবহার শুরু করে। এখন ব্যাংকের ৮৫ টি শাখাই রিয়েল টাইম অনলাইন সেবা দিচ্ছে।

নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে এদেশে এবি-ই প্রথম Teller System চালু করে।

দেশে সিন্ডিকেশন ফাইন্যান্সিংও শুরু হয় এবির নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিমানকে ঋণ দেওয়ার মধ্য দিয়ে।

১৯৯৫ সালে হংকংয়ে এবি ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স লিমিটেড নামে সাবসিডিয়ারি কোম্পানি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সর্বপ্রথম দেশের বাইরে উন্নত বিশ্বে আন্তর্জাতিক মানের ব্যাংকিংসেবার দ্বার খুলে দেয় এবি। বেসরকারী পর্যায়ে দেশীয় ব্যাংক হিসেবে এবিই বিদেশে প্রথম বৈদেশিক শাখা স্থাপন করে। ১৯৯৬ সালে ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বাইতে ওই শাখা চালু হয়।

দেশের বাইরে কোন ব্যাংকের ইক্যুইটিতে বিনিয়োগের দৃষ্টান্তও এবিই প্রথম স্থাপন করেছে। ২০০৮ সালে এবি ব্যাংক শ্রীলংকার আমানা ব্যাংকে বিনিয়োগ করে।

ব্যাংকিং খাতের প্রথম প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুঁজিবাজারে পা রাখে এবি ব্যাংক। ১৯৮৪ সালে এই ব্যাংক প্রাথমিক গণ প্রস্তাব বা আইপিওর মাধ্যমে পুঁজিবাজারেবাজারে শেয়ার ছেড়ে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়। আর এর মধ্য দিয়ে ব্যাংকিং খাতে জনসাধারণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা হয়।

দেশের পুঁজিবাজারের বিকাশেও এবি ব্যাংক অসামান্য অবদান রেখেছে। বেসরকারি খাতে এবি ব্যাংকই প্রথম মার্চেন্ট ব্যাংকিং শুরু করে। যেখানে নিজস্ব পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদেরকে শেয়ার কেনার জন্য ঋণ সুবিধা দেওয়া হয়। ২০০২ সালে এই কার্যক্রম শুরু হয়। এই পথ ধরে এখন ৫০টি মার্চেন্ট ব্যাংক পুঁজিবাজারে কাজ করে যাচ্ছে। অবশ্য মার্চেন্ট ব্যাংকিং শুরুর অনেক আগে থেকেই ইকুইটি ফিন্যান্স বা সমমূলধণ অংশগ্রহনের (Alternate Finance) মাধ্যমে শিল্প খাতে পুঁজির যোগান দেওয়া শুরু করে।

শুধুপ্রথম হওয়ার স্বপ্নে নয়, প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বাড়ানো, দেশ ও মানুষকে সর্বোচ্চ সেবা দেওয়া, অর্থনৈতিক উন্নয়নে জোরালো অবদান রাখার তাগিদ থেকে নতুন নতুন অঙ্গনে পা রেখেছে এবি ব্যাংক। আবার প্রচলিত ব্যাংকিংয়েও রেখেছে সর্বোচ্চ দক্ষতার ছাপ। সময়ের প্রয়োজনে ব্যাংকের নীতি-কৌশল ঢেলে সাজানো হয়েছে। এর একটি উদাহরণ হতে পারে এসএমই খাত বা ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ। এবি ব্যাংক মনে করছে, এই খাতটি বর্তমানে সবচেয়ে সম্ভাবনাময়। এর উন্নয়নের মাধ্যমে সর্বাধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব। এই খাতের উদ্যোক্তারা সামান্য সহযোগিতা পেলে অর্থনীতিতে অনেক বড় অবদান রাখতে পারবে। এই উপলব্ধি থেকে এসএমই খাতের অর্থায়নকে দেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। বর্তমানে এএসএমই খাতে এবির ঋণের পরিমাণ তিন হাজার ১৮ কোটি টাকা, যা ব্যাংকের মোট ঋণের প্রায় ৩৩ শতাংশ। অথচ সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতের ঋণে এসএমইর অংশ মাত্র ২০ শতাংশ। এটা ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রতি এবি ব্যাংকের কমিটমেন্টের পরিচায়ক। বিগত বছরে দেশে কর্মরত সকল দেশি-বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে চতুর্থ সর্বোচ্চ এসএমই ঋণ বিতরণকারী ব্যাংক হিসেবে এবি নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে।

দেশের ব্যাংকিং সুবিধার বাইরে থাকা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় ব্যাংকিংসেবা পৌঁছে দিতে এবি অঙ্গীকারবদ্ধ। এই লক্ষ্যে উখিয়া উপজেলার তঙ্গংগা অধিবাসীদের স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণ করে স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পর প্রথমবারের মতো এই দুর্গম অঞ্চলে বসবাসরত অধিবাসীদের ব্যাংকিংসেবার আওতায় আনতে পেরে এবি গর্বিত।

এসএমইর পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে এবি বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে, যা ভবিষ্যতে আরও বেগবান করা হবে।

দেশে ৮৫টি শাখার পাশাপাশি নানা উইন্ডোর মাধ্যমে এবি ব্যাংক তার সাফল্যকে এগিয়ে নিচ্ছে।

বর্তমানে এবি ব্যাংকের রয়েছে দেশে ও বিদেশে ৬টি সাবসিডিয়ারি, ১টি এক্সচেঞ্জ কোম্পানি, ভারতের মুম্বাইয়ে ১টি বৈদেশিক শাখা, অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট, কাস্টডিয়ান সার্ভিস।

আমরা, এবি ব্যাংক পরিবার বিশ্বাস করি যে, আজকের পরিবর্তিত ও পরিবর্তনশীল বাণিজ্যিক পরিবেশে চারটি উপাদন পরিবর্তনের প্রধান চালিকাশক্তি। এগুলো হচ্ছে প্রযুক্তি, বিশ্বায়ন, ইনট্যানজিবল বা অদৃশ্য সম্পদেও ক্রমবর্ধমান মূল্য ও মানবসম্পদের সামর্থের মাত্রা। আর এর সবগুলোকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে এবি ব্যাংক। প্রথম প্রজন্মের ব্যাংক হিসেবে সব সময় প্রতিভাবান, মেধাবী ও দক্ষ ব্যক্তিদের মূল্যায়ন করেছে। একইসঙ্গে যারা এই ব্যাংকে বহু বছর ধরে কর্মরত আছেন তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতাকেও স্বীকৃতি দিয়েছে। নবীণ-প্রবীনের এক অসাধারণ সমন্বয় ঘটিয়েছে এবি ব্যাংক।

এবি তাঁর জন্মলগ্ন থেকেই বিশ্বাস করে এসেছে যে, নতুন প্রযুক্তির বৈপ্লবিক প্রভাব ব্যবসাবাণিজ্যের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি হবে। তাই যান্ত্রিক ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাংকিং সার্ভিস ও সেবায় বিনিয়োগে এবি ব্যাংক অগ্রগামী। সফটওয়্যার ব্যবহার, টেলর মেশিন, নেটওয়ার্কিং, অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম-এসব কিছু হয়েছে ওই তাগিদ থেকেই।

বিশ্বায়ন বাণিজ্যিক বাধাবিপত্তির দেয়াল ভেঙে পরিবেশসচেতনতা, মানুষের মর্যাদা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ পালন, লৈঙ্গিক সংবেদনশীলতা ইত্যাদি বিষয়কে ব্যবসায়িক প্রাধান্যের অনিবার্য অংশ করে তুলেছে এবি ব্যাংক।

গ্রাহকের সঙ্গে রিলেশনশিপ তথা সম্পর্কের বিষয়টিকে যত্নের সঙ্গে লালন করে আসছে এবি ব্যাংক। যত দিন গড়িয়েছে সম্পর্কের সেতু তত মজবুত হয়েছে। আর তাই এবি ব্যাংকের সূচনালগ্নে যাঁরা আমাদের সঙ্গে ব্যাবসাবাণিজ্য করেছেন তাঁদের প্রায় সবাই আজও আস্থার সঙ্গে এবিতে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। তাদের মধ্যে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান জাতীয় অহিকন হিসাবে বিবেচিত।

ত্রিশ বছরের পথচলায় এবি সৃজনশীল, উদ্ভাবনী ব্যাংকিংকের পাশাপাশি প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের কার্যকর সমন্বয় ঘটিয়েছে। আর এর মাধ্যমে নিশ্চিত করেছে সর্বোচ্চ ব্যবসায়িক সাফল্য। স্থিতিপত্রের প্রবৃদ্ধি যে কোন ব্যাংকের সাফল্যের অন্যতম মাপকাঠি। ২০০৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ব্যাংকের সম্পদ ছয় হাজার ৩৫৫ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৫ হাজার ৪৪০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। পাঁচ বছরে গড়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৯ শতাংশ হারে। শেয়ার হোল্ডারদের ইক্যুইটি ২০০৭ সালে ছিল ৪৫১ কোটি টাকা, ২০১১ সালে তা এক হাজার ৫০২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৪৭ শতাংশ। একই সময়ে ব্যাংকের মূলধন ৪৭ শতাংশ হারে বেড়ে ৪৭৯ কোটি টাকা থেকে এক হাজার ৬১৩ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। যে কোন ব্যাংকের মূল ভিত্তি কত শক্তিশালী তা নির্ভর করে মোট মূলধন ও তার প্রবৃদ্ধির উপর।

ত্রিশ বছরের পথ চলায় মুনাফায় অভাবনীয় উন্নতি করেছে এবি ব্যাংক। ফ্লাক্কালে ১৯৮২ সালে মাত্র ৪ লাখ টাকা নীট মুনাফা করেছিল এবি ব্যাংক। ২০১০ সালে নীট মুনাফা দাঁড়ায় প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। তবে পুঁজিবাজারে বৈরী পরিবেশ, আমাদের বোর্ড ও শেয়ার হোল্ডারদের নির্দেশনা, International Financial Reporting Standard I Basel II-এর মানকে শতভাগ বজায় রাখার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত সঞ্চিতি রাখায় ২০১১ সালে কর পরবর্তী মুনাফা কিছুটা কমছে।

ব্যবসা সম্প্রসারণ, সেবা মান উন্নয়ন আর মুনাফার প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি এবি ব্যাংক রাষ্ট্রীয় কোষাগারকেও শক্তিশালী করতে ভূমিকা রেখেছে। ব্যাংকটি গত পাঁচ বছরে গড়ে প্রতি বছর প্রায় ২১০ কোটি টাকা সরকারি তহবিলে আয় কর, মূল্য সংযোজন কর এবং আবগারি শুল্ক বাবদ জমা দিয়েছে। এই হিসাবে অবশ্য কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত কর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। জাতীয় কোষাগারে গত বছর জমা দিয়েছে ৩০৫ কোটি টাকা।

বেসরকারি খাতে প্রথম ব্যাংক বলে যাত্রা শুরুর কালে অনেকেই এবি ব্যাংকের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিলেন সন্দিহান। তাদের কাছে এবি ব্যাংক এখন অসাধারণ এক সাফল্যের নিদর্শন। আস্থার সংকট প্রতিকূল স্রোতের মত যার পথচলাকে বারবার আটকে দিতে চেয়েছে, সেই প্রতিষ্ঠানটি আজ আস্থার অন্যনাম। এ কারণে পাঁচ বছর আগেও যে ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার ছিল ৩৯ হাজার তা এখন লাখ ছাড়িয়েছে। শেয়ারহোল্ডার, গ্রাহক ও স্টেকহোল্ডারদের এই আস্থাকে ধরে রেখেই এবি ব্যাংক এগিয়ে যাবে সীমাহীন সম্ভাবনার দিকে।

এম ওয়াহিদুল হক
চেয়ারম্যান

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা
২৯ চৈত্র ১৪১৮
১২ এপ্রিল ২০১২

বাণী

এবি ব্যাংক লিমিটেড ব্যাংকিং সেবা প্রদানের ৩০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি এবি ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকিং খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষি, শিল্প, এসএমই খাত, আমদানি ও রফতানি বাণিজ্য, সঞ্চয় ও বিনোয়োগসহ সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যাংকের ভূমিকা অপরিহার্য। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিগত ৩০ বছর এবি ব্যাংক লিঃ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। আমি আশা করি এবি ব্যাংক লিমিটেড আগামী দিনগুলোতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

আমি এবি ব্যাংক লিমিটেডের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

বাণী

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের ঈর্ষণীয় সাফল্যের অংশীদার এবি ব্যাংক লিমিটেড। স্বাধীন বাংলাদেশের ক্রম অগ্রগতির প্রতিটি ধাপেই অন্যান্য খাতের মতো ব্যাংকিং খাতের অবদান অনস্বীকার্য। এবি ব্যাংক লিমিটেডের ৩০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপনে তাই আমি আনন্দিত। সুদীর্ঘ এই পথ পেরিয়ে, আজকের অবস্থানে পৌঁছার জন্য আমি অভিনন্দন জানাই ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদ, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সম্মানিত গ্রাহকদের। স্বাধীনতার চার দশক পূর্তির এই সময়ে আমি সানন্দচিত্তে বলতে চাই, বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে অনেকদূর। জাতীয় অর্থনীতিকে আরও এগিয়ে নিতে বাণিজ্য ও শিল্পায়নে অধিক বিনিয়োগ করতে হবে। উৎপাদনমুখী খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে হবে। এ কাজে এবি ব্যাংক আরও বেশি অর্থায়ন সুবিধা নিশ্চিত করবে, এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমি জানি, বাংলাদেশের প্রথম ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকিং খাতে এবি ব্যাংক গ্রাহকসেবা উন্নয়নে প্রযুক্তিগত সেবা নিশ্চিতকরণ, দেশের এসএমই এবং কৃষিখাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা, নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ প্রভৃতি পদক্ষেপ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। আমার প্রত্যাশা, এসব খাতে এবি ব্যাংক আরও অধিক বিনিয়োগ করে দেশের উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে।

আমি এবি ব্যাংক লিমিটেডের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

আবুল মাল আবদুল মুহিত ২৭/৩/১২

প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান
এবি ব্যাংক লিমিটেড

বাণী

এবি ব্যাংক বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করেছিল সেই সময়ে যখন বেসরকারি শিল্প বিকাশের প্রয়োজনীয়তা রাষ্ট্র খুব তীব্রভাবে অনুভব করছিল। দেশের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার্থে এক জটিল সময়ে প্রথম ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংক হিসাবে এবি ব্যাংক যাত্রা শুরু করেছিল। যাত্রার শুরুতে এবি ব্যাংকের সামনে চ্যালেঞ্জ ছিল দেশের বেসরকারি খাতে শিল্প উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার। সেই সময় বেসরকারি ব্যাংকের প্রতি জনগণ এক সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য রাখছিল যে, কীভাবে তারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই প্রাইভেট সেক্টরের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জাতির দৃষ্টিভঙ্গিতে বড় মাপের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল।

যেহেতু গ্রাহকদের সেবা প্রদান এবং সঞ্চয়ীদের স্বার্থরক্ষাই আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য, তাই সার্বিক স্টেক হোল্ডারদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা অপরিসীম। সে দায়িত্ব আমরা সবসময় কাজ দিয়ে পূরণ করতে চেয়েছি। প্রকৃত শেয়ারহোল্ডার এবং গ্রাহকগণ ব্যাংকে তাদের অর্থই লগ্নি করেন না, সেইসঙ্গে আমাদের দক্ষতা এবং সততার প্রতি আস্থা রাখেন। আমরা পরিচালনা পর্ষদ এবং প্রাশাসনিক পর্ষদ – আমাদের দায়িত্ব এবং অবস্থানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আজ ৩০ বছর পর আমরা আমাদের নিজেদের সাফল্যে গৌরব করতেই পারি। পাশাপাশি আমরা আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ভবিষ্যত কর্মপন্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আমরা স্বভাবতই প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী। বিগত তিন দশকে এ থেকে কখনোই আমরা পিছিয়ে আসিনি।

আমি নিশ্চিত করতে চাই যে, ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ এবং প্রশাসন দেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে তাদের করণীয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকবে। এই অবস্থায় দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ব্যাংকের আরো উচ্চতর সাফল্য অর্জনে তাদের জন্য নির্ধারিত ভূমিকা পালনে তারা সদা প্রস্তুত আছেন।

সবশেষে বলতে চাই, আমাদের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ যাদের প্রশ্নাতীত ত্যাগে আমাদের সম্পদ, সাফল্য এবং সম্মানের এই অর্জন– তাদের প্রতিও আমরা দায়বদ্ধ।

আজ এবি ব্যাংকের ৩০ বছর পূর্তির সন্ধিক্ষণে আমি সকল স্পনসর শেয়ারহোল্ডার, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য এবং ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

এম মোরশেদ খান

চেয়ারম্যান
এবি ব্যাংক লিমিটেড

বাণী

মহাজ্ঞানী, মহাজনেরা আমাদের এই বিশ্ব ও মহাকালের বিশালতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অসাধারণ সংহত একটি বাক্য রচনা করেছিলেন, 'পৃথ্বী বিপুলা কাল নিরবধি।' এই বিপুল, বিশাল প্রেক্ষাপটে ত্রিশ বছর নেহাত ক্ষুদ্র একটি খন্ডকাল ছাড়া আর কিছু নয়। তবু একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য এই সময়পরিধির গুরুত্বকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখা যায় না। বিশেষ করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবজনক একটি বিষয়। গত শতকের আশির দশকের সূচনালগ্নে প্রতিষ্ঠিত এবি ব্যাংক আজ অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ত্রিশটি বছর অতিক্রম করে এসেছে। সময়ের অগ্রযাত্রায় নানা ঝাঁক পেরিয়ে আজ আমরা উৎসবমুখর ত্রিশ বছর পূর্তির মিলনমোহনায় সমবেত হতে পেরেছি। এই শুভ মুহূর্তে আমি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলের পক্ষ থেকে সম্মানিত গ্রাহক ও শেয়ার হোল্ডারদের গভীর কৃতজ্ঞতা ও উষ্ণ অভিনন্দন জানাই।

১৯৮২ সাল থেকে দেশের প্রথম ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংক হিসেবে অর্থনীতির বিকাশে যথাযথ দায়িত্বশীলতার সঙ্গে নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। গত তিন দশকের পথপরিক্রমায় এবি ব্যাংক ক্রমাগত সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়ে দেশের আপামর জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনধারায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে ব্যাংকিং জগতের চালচিত্রে আমরা যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছি, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এর মূলে যে বিষয়টি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তা হচ্ছে আমাদের প্রতি ডিপোজিটর্স এবং গ্রাহকসমাজের সুস্থির প্রত্যয় ও অবিচল আস্থা। বস্তুত পক্ষে আমরা তাদের কাছে গ্রাহক বান্ধব নির্ভরযোগ্য সেবা নিয়ে এগিয়ে গেছি, ফলে আমাদের মধ্যে বিশ্বস্ততা ও সৌহার্দ্যের সুদৃঢ় বন্ধন রচিত হয়েছে। এবি ব্যাংক লিমিটেডের শক্তি ও এগিয়ে যাওয়ার মূলমন্ত্র তো এখানেই নিহিত।

বিশ্বায়নের এই যুগে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে ব্যাংকিং সেক্টরে স্বতন্ত্র একটি অবস্থান নির্মাণ করা সহজসাধ্য কাজ নয়। যাত্রারম্ভের পর থেকেই এবি ব্যাংক সেই অবস্থান নির্মাণে নিরলস প্রয়াসে নিয়োজিত রয়েছে ও ভবিষ্যতে এ প্রয়াস আরো জোরদার করার কোন বিকল্প নেই। বর্তমানে আমাদের ব্যাংকিং সেক্টর তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে এ প্রতিযোগিতা ততই কঠিন ও তীব্র হয়ে উঠছে। অন্যদিকে বাণিজ্যিক সাফল্যের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব ও অঙ্গীকার পালনের বিষয়গুলোও সামনে চলে এসেছে। আমি আস্থার সঙ্গে বলতে চাই, এবি ব্যাংক সর্বদাই নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে অগ্রসর হয়েছে ও তাই ভবিষ্যতেও আমরা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সফল হব। বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বসাম্প্রতিক উপকরণে সজ্জিত হয়ে আধুনিকতার ধারায় এবি ব্যাংক তার সমগ্র কার্যক্রমকে বিন্যস্ত করে নিয়েছে। যথাযথ কর্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ অন্তর্গত চালিকাশক্তি হিসেবে আমাদেরকে সাফল্য অর্জনের পথে এগিয়ে দিচ্ছে।

ত্রিশ বছর পূর্তির এই উৎসবমুখর মুহূর্তে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, আমাদের সকল শেয়ারহোল্ডার এবং আমানতকারীদের আমি আবারও অভিনন্দন জানাচ্ছি। সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও কল্যাণ হোক–এই আমার আন্তরিক কামনা।

এম ওয়াহিদুল হক

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৯ চৈত্র ১৪১৮
১২ এপ্রিল ২০১২

বাণী

এবি ব্যাংক লিমিটেডের ৩০ বছর পূর্তি ১২ এপ্রিল ২০১২ উদযাপন হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি ব্যাংকের গ্রাহক, পরিচালনা পর্ষদ, এবং কর্মকর্তা-কর্মচারিদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

ব্যাংকিং সেক্টর রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। দেশের আর্থ-সামাজিক উন